সমকাল

তারিখ ... 4 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

দীর্ঘ সেশনজটে দিশেহারা দুই লাখ শিক্ষার্থী

■ কামরান সিদ্দিকী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাতটি কলেজের ২ লাখের মতো শিক্ষার্থী নতুন করে সেশনজটে পড়েছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোয় মাস্টার্স পরীক্ষা হয়ে গেলেও একই সেশনের রাজধানীর এই সাত কলেজের পরীক্ষা কবে হবে, তা নিশ্চিত নয়। একই অবস্থা স্নাতকের কয়েকটি সেশনের পরীক্ষার ক্ষেত্রেও। সব মিলিয়ে দুই বছরের সেশনজটে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। আর্থিক চাপসহ নানা কারণে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আছেন তারা।

ঢাবির অধিভুক্ত সাত কলেজ

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর প্রাচীন সাত সরকারি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে– ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোর ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স শেষ পর্বের পরীক্ষা শেষ হয়েছে এবং ফল ঘোষণার সময় এসেছে। অথচ এই সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার তারিখই ঘোষণা হয়নি।

২০১৫ সালের মধ্যেই মাস্টার্স শেষ পর্বের পরীক্ষা দেওয়ার কথা থাকলেও সেশনজটের কারণে পিছিয়ে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। পরীক্ষা নিয়ে দীর্ঘসূত্রতা এবং সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে অধিভুক্তির উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে বলে মনে করেন তারা।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সেশনজটে তো তারা আগে থেকেই ছিল। নতুন করে উদ্বেগের কিছু নেই। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসেছে। ঢাবির সনদপত্র পাবে। এ জন্য রেজিস্ট্রেশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ এগিয়ে চলছে। যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা বাকি ছিল, সেগুলো এখন নেওয়া হচ্ছে। মাস্টার্সের পরীক্ষার তারিখও ঘোষণা করা হবে।

সরকারি বদরুন্নেসা কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী দুলারী বেগম সমকালকে বলেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকতেই সেশনজটে ছিলাম। ঢাবির অধীনে এসে সেটি আরও দীর্ঘায়িত হলো। এখন পরীক্ষার প্রশ্ন কেমন হবে, কোন সিলেবাসে পড়তে হবে– এ সম্পর্কে শিক্ষকরা কিছুই বলতে পারছেন না।' তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ সেশনজটের কারণে আর্থিক ও সামাজিক চাপে রয়েছেন অনেক শিক্ষার্থী। একদিকে পড়ালেখা শেষ না হওয়ায় চাকরিপ্রাপ্তিতে সমস্যা, অন্যদিকে যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তারা এক ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করছেন। আর যাদের বিয়ে হয়নি তাদেরও রয়েছে ভিন্ন ধরনের ভোগান্তি।

ইডেন মহিলা কলেজের এক ছাত্রী বলেন, '২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স শেষ পর্বের পরীক্ষার ফরম পূরণ করেছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। এর মধ্যে আমাদের কলেজ ঢাবির অধীনে চলে এসেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। অথচ আমরা পরীক্ষার রুটিনই পেলাম না! বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেও পরীক্ষার ব্যাপারে সঠিক কোনো দিক-নির্দেশনা পাইনি।'

এ প্রসঙ্গে সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ আবদুল কুদ্দুস সমকালকে বলেন, সাময়িকভাবে শিক্ষার্থীরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। মাস্টার্সের একটি ব্যাচের সঙ্গে তৃতীয় বর্ষের একটি ব্যাচের পরীক্ষাও আটকে আছে। নতুনভাবে সবকিছু করতে হচ্ছে বলে বিলম্ব হতে পারে। তিনি বলেন, পরীক্ষাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে সভা করেছে। শিগগিরই পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হবে বলে তিনি আশা করেন।

অধিভুক্ত ৭ কলেজের চলমান সংকট নিরসনের দাবিতে ঢাবি উপাচার্যকে গত ২০ মে স্মারকলিপি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। স্মারকলিপি দেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

দীর্ঘ সেশনজটে দিশেহারা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

বাংলার পাদদেশে মানববন্ধনে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ নিরসনের দাবি জানানো হয়।

২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সরকারি কলেজগুলোকে অঞ্চলভেদে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের নিয়ে একাধিক বৈঠক করে। বৈঠকে বেশিরভাগ ভিসিই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের পক্ষে মত দেন। রাজধানীর সাতটি কলেজ ঢাবির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কলেজগুলোর ভর্তি পরীক্ষা, পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও পরীক্ষা পরিচালনা করবে ঢাবি।